হৃদয়ে থেকে দূরে নয়...

ফরিদুর রেজা সাগর

'লাল নীল দীপাবলী' বলে একটা ধারাবাহিক লেখা ছাপা হয়েছিল অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার 'সাত ভাই চম্পা'র পাতায়। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য, ইতিহাস সবকিছু মিলিয়ে ছোটদের পাতার জন্য বিশাল এক লেখা ছিল সেটি। সেদিন খোঁজ করেছিলাম এই লোকটি কে? এতো পরিশ্রম করে, এতো গবেষণা করে ছোটদের পাতার জন্য এতো মমতা দিয়ে একটি ধারাবাহিক লেখা কে লিখছেন? বাংলা ভাষার প্রতি যার তীব্র মমতা আছে, সে রকম একজন লেখককে খুঁজেছিলাম সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে।

সত্তর দশকে টেলিভিশনে আলী ইমামের প্রযোজনায় একটা অনুষ্ঠান হতো 'দেখবো এবার জগতটাকে'। সেই অনুষ্ঠানের জন্য খুঁজে নিয়ে আসা হলো বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রভাষক ড. হুমায়ুন আজাদকে। সেই প্রথম ড. হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে আলাপ এবং খুব সম্ভব ড. হুমায়ুন আজাদের কলমের বাইরে টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে প্রথম আগমন। যতোদূর মনে পড়ে, পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ড. হুমায়ুন আজাদের গল্প থেকে একটা নাটকও বোধহয় প্রচারিত হয়েছিল। কেউ যদি এ সম্পর্কে কোনো তথ্য আমাকে জানাতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে, তবে আন্তরিকভাবে খুশি হবো।

আজ খোঁজ করছি লেখকের লেখা টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল কিনা। আর সেই একই লেখক, একই মানুষ- সময়টা ২০০৪, ১৩ আগস্ট সকাল ১০টা। সে দিনের অপরিচিত লেখক ড. হুমায়ুন আজাদ আজ আমার অনেক পরিচিত, অনেকের পরিচিত। নামের আগে ড. ছাড়াও নামের আগে নানা রকম বিশেষণে বিশেষায়িত। কিন্তু আজ যখন তাকে খুঁজছি তখন তাকে নয়, খুঁজছি হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে একটি খবর। ড. হুমায়ুন আজাদ কি সত্যি মারা গেছেন?

কিছুক্ষণ আগে ড. হুমায়ুন আজাদের বহু বইয়ের প্রকাশক আগামী প্রকাশনীর ওসমান গনি ফোনে জানালেন জার্মানিতে ড. হুমায়ুন আজাদ মারা গেছেন।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফেব্রুয়ারিতে যিনি ফিরে এসেছিলেন, শুধু ফিরে আসা নয়, ফ্ল্যাশব্যাকে ছবিগুলো যদি এখনো স্পষ্ট করে দেখি- সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আহত হবার পর যখন পুলিশের গাড়িতে তাকে তোলা হচ্ছে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তখনও তিনি সজ্ঞানে রয়েছেন। হাসপাতালে যাবার পর নিজেকে সঁপে দিলেন ভাগ্যের হাতে। সবার মনের ইচ্ছা পূরণ করে প্রিয় পৃথিবীতে, প্রিয় আপনজনের জগতে আবার ফিরে এলেন তিনি। বললেন, লিখবেন একটি বই- মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে।

সেই ভাবনা থেকে মৃত্যুকে বরণ করলেন তিনি আমাদের সবার কাছ থেকে এতো দূরে গিয়ে। সেটা কি কারও ভাবনায় ছিল? মৃত্যুকে বরণ করার পর অনেকে বলছেন- মানসিকভাবে প্রচন্ড চাপের মধ্যে ছিলেন ড. হুমায়ুন আজাদ। ব্যাংককের হাসপাতালে যখন তিনি ছিলেন তখন আমার সঙ্গে দেখা।

বই পড়ছেন। খাবার খাচ্ছেন। প্রবাসী বাঙালিরা দরজার ওপর ফুল রাখছে। সবকিছু সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো তিনি দেখেছেন। বললেন, শারীরিকভাবে আমার কিছু ক্ষতি হয়েছে কি না, সেটা ডাক্তারা পরীক্ষা করছে। কিন্তু মানসিকভাবে প্রচন্ড শক্ত আমি। প্রচন্ড আমার জীবনীশক্তি।

আসলেও তাই।

প্রচন্ড জীবনীশক্তির কারণেই বোধহয় ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আঘাত পাওয়ার পর মৃত্যুকে বরণ করে নিতে সময় নিয়েছেন তিনি আরও প্রায় ৬ মাস। প্রিয়জনদের সঙ্গে, এই পৃথিবীর সঙ্গে ৬ মাস কাটিয়েছেন তিনি।

চ্যানেল আইতে নানা সময়ে নানা অনুষ্ঠান তিনি করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, মানুষ আজকাল বলে তাদের সময় কমে গেছে। ব্যস্ত পৃথিবী। ব্যস্ত সবাই। কিন্তু আসলে আগের চেয়ে এখনকার মানুষের সময় অনেক বেশি। আগে কোনো মানুষের মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসতে সময় লাগতো এক দিন। আর এখন সময় লাগে এক ঘন্টা। সুতরাং নিশ্চয়ই মানুষের সময় বেড়েছে।

সব কথা, সবকিছুতে ড. হুমায়ুন আজাদের ছিল অন্য রকম যুক্তি। সেই যুক্তি নিয়ে তর্ক হতে পারে। বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু একটা কথা সবাই বলবেন, ড. হুমায়ুন আজাদ যা

তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে ড. হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে লেখক ফরিদুর রেজা সাগর এবং অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান

বলতেন তা ভেবেই বলতেন, তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা থেকেই বলতেন।

কতো উদাহরণ দেয়া যায়।

কতো রকম কথা বলা যায়।

'তৃতীয় মাত্রা'র একটা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ড. হুমায়ুন আজাদ। সঙ্গে কথা বলেছিলেন ইমদাদুল হক মিলন। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক জিল্লুর রহমানের অনুরোধে হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন আমাদের অনুষ্ঠান প্রযোজক শিশু সাহিত্যিক আমীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয় নিয়ে তিনি কথা বললেও একটি কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন- ইমদাদুল হক মিলনের সঙ্গে তিনি অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু স্টুডিওতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ইমদাদুল হক মিলন উপস্থিত। অনুষ্ঠান রেকর্ডিং শেষে তিনি আর মিলন মিলে রাত দেড়টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানের সম্পাদনা দেখেছিলেন। অনুষ্ঠানে তিনি মিলনের সঙ্গে প্রচন্ড ঝগড়া করেছিলেন, এমনকি এক পর্যায়ে তিনি অনুষ্ঠানের মাঝপথে উঠেও দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আর রেকর্ডিং করবেন না। তবে অনুষ্ঠান শেষে তিনি মিলনের সঙ্গে তার সখ্যের কথা ঠিকই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি একেবারেই অন্য মানুষ।

ড. ফজলুল আলমের উপস্থাপনায় 'কড়া আলাপ' অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ড. হুমায়ুন আজাদ। এই অনুষ্ঠানেও তিনি এমন অনেক কথা বলেছিলেন যেগুলো নিয়ে আরও তিন-চারটি 'কড়া আলাপ' করা যেতো। ড. ফজলুল আলম খুব সম্ভব তার প্রথম 'কড়া আলাপ' নিয়ে কয়েকটি অনুষ্ঠান চ্যানেল আইতে করতে যাচ্ছেন। ড. ফজলুল আলমের প্রথম কড়া আলাপে ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, পৃথিবীর উন্নতি হওয়া এখন খুব কঠিন। কারণ পৃথিবীতে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, রাজনীতি করেন তাদের মধ্যে কেউ কি আছেন যারা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন? পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং সঠিক পড়াশোনা না করে, জ্ঞানার্জন না করে মানুষ এখন রাজনীতি করছে। সেজন্যই পৃথিবীতে এই অশান্তি বিরাজ করছে।

লেখার বাইরে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নিয়ে প্রচন্ড উৎসাহ ছিল ড. হুমায়ুন আজাদের। মাঝে মাঝে চ্যানেল আইয়ের আফিসে ফোন করে নানা অনুষ্ঠান সম্পর্কে নানা রকম পরামর্শ দিতেন। চ্যানেল আইয়ের পর্দায় দেশবরেণ্য শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের জন্মদিন নিয়ে নানা রকম আয়োজন করা হয়। হুমায়ুন আজাদকে তার জন্মদিনে এ রকম শুভেচ্ছা জানানোর কথা বললে তিনি বললেন, তোমরা যেভাবে জন্মদিনের শুভেচ্ছা দাও তারচেয়ে একটু অন্যরকম করলে হয় না?

পরামর্শ দিলেন তিনি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্মদিন একটু অন্যভাবেও করা যায়। সেভাবে হুমায়ুন আজাদের জন্মদিনের জন্য একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরি করলেন মামুনুর রহমান খান। হুমায়ুন আজাদ নিয়মিত শিল্পীর মতো বেশ কয়েক দিন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন এবং সেভাবেই তৈরি হলো একটি সুন্দর অনুষ্ঠান।

ব্যাংককের হাসপাতালে তাই ছোট্ট একটি ক্যামেরা নিয়ে যখন তার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল, তখন প্রচন্ড আগ্রহভরে কথা বলেছিলেন তিনি। বেশি কথা বলা ডাক্তারের বারণ- খাবার সময় ছাড়া সবকিছু ভুলে তিনি কথা বলেছিলেন চ্যানেল আইয়ের দর্শকদের জন্য। চ্যানেল আইয়ের ছোট্ট ক্যামেরাটা রেখে আসা হয়েছিল তার রুমে। যখন তার মনে যে কথা, যে ভাবের উদয় হবে সেটাই তিনি যেন রেকর্ড করতে পারেন। সবকিছুতেই তার ছিল প্রচন্ড উৎসাহ। যে কারণে ঢাকায় ফোন করে তিনি কয়েকবার জানতে চেয়েছিলেন ক্যামেরাটা কিভাবে অন হবে, কিভাবে ছবি তোলা হবে এবং সত্যি সত্যি সেই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলিয়ে, কথা বলে ক্যাসেট পাঠিয়েছিলেন ড. হুমায়ুন আজাদ।

'মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে' বইটি ড. হুমায়ুন আজাদ লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু প্রতিটি মানুষকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছেন, মৃত্যু এক সেকেন্ড দূরে থাকলেও মনের জোরে তাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায় ৬ মাস দূরে।

তাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে মিউনিখের দূরত্ব যেমন অনেক, তেমনি সবকিছুকে দূরে রেখে আমরা বলতে পারি- মুক্তচিন্তার মানুষ ড. হুমায়ুন আজাদ আমাদের মুক্তবুদ্ধির বিবেক।

লাল নীল দীপাবলী থেকে শুরু করে অনেক লেখা হুমায়ুন আজাদ লিখে গেছেন। ভরিয়ে দিয়েছেন আমাদের সাহিত্য অঙ্গনকে নানা রঙে। 'মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে' লিখে যেতে পারেননি তিনি। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে দূরে নন। প্রিয়জন থেকে দূরে নন, রয়ে গেছেন তিনি সবার মনে, হৃদয়ে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

রূপু : তুমি-আমি না চাইলেও ঘুরে-ফিরে প্রতি বছর ১১ আগস্ট ফিরে আসে। আমি হয়তো এখন আর তোমার মনের আকাশে জেগে উঠি না। কিন্তু তারপরও কোনো বিষণ্ন সন্ধ্যায়, কোনো তারা ঝিকিমিকি আকাশ ভরা রাতে, কোনো অলস দুপুরে আমাকে যদি কখনো তোমার মনে পড়ে; তবে শুধু এটুকু বিশ্বাস করো, আমার সমস্ত অস্তিত্বের মাঝে আমি এখনও তোমাকে অনুভব করি। -মাহবুব

***

রূপু : আমি চেয়েছিলাম তোমাকে সারা জীবন ধরে রাখবো, প্রাণ গেলেও যেতে দেবো না। এজন্য কত কিছু করলাম। কিন্তু হায়, তুমি থাকলে না! থাকলে না, কোনোভাবেই তোমাকে ধরে রাখা গেলো না। -মাহবুব

রূপবান : পৃথিবীর কোনো রূপসীই কারো একার প্রয়সী নয়। -মাহবুব

***

রূপবান : ভালোবাসার জন্য একটি দীর্ঘ জীবন খুব সামান্যই, অথচ আমার এই স্বল্পায়ু জীবনের অর্ধেক না পেরোতেই তোমাকে হারালাম। -মাহবুব

***

রূপু : তোমাকে হারানোর মতো কষ্ট আমি কোনো কিছুতেই পাইনি। আমার সারা জীবনের অন্য সব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাও তোমাকে হারানোর কষ্টের তুলনায় খুবই সামান্য। -মাহবুব, জার্মানি

***

রূপু : বাংলাদেশ নামের আমার প্রিয় ছোট্ট সবুজ দেশে আমার অস্তিত্বের শেষ অংশটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। আমাদের বাড়ি ভেঙে বিশাল অট্টালিকা তৈরি হবে। সবকিছু ভেঙে তৈরি হবে নতুন আবাসন, গৃহ প্রকল্প। কিন্তু কেউ কি কখনো জানবে, বহু বছর আগে এখানেই রূপু-মাহবুব নামে একজোড়া মানুষ বাস করতো? - মাহবুব, জার্মানি

***

রূপু : কি আশ্চর্য! আমার ছোট্ট বারান্দা, শোবার ঘর, ছাদে শখের বাগান, পাখির ঘর সবকিছু ভেঙে ফেলা হবে। ভালোই হলো, আমার অতীত অস্তিত্বের কোনো চিহ্নই তবে আর রইলো না। -মাহবুব

***

রূপু : এতো কিছুর পরও যদি কখনও ভুল করেই বাংলাদেশে যাই, তবে আমাকেও একজন অতিথি হিসেবেই যেতে হবে। নিয়তির নির্মম রসিকতা নিজ দেশেই প্রবাসীর আগমন। - মাহবুব, জার্মানি

***

রূপু : কেন জানি না আজ বহু বছর আগেকার পুরনো প্রাচীন আমার স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাওয়া বাড়িটির প্রতি খুব মায়া লাগছে। হয়তো আমার শৈশব-কৈশোর ছাড়াও যৌবনের শুরু, তোমার-আমার বাসর স্মৃতিও জড়িয়ে আছে ঐ বাড়িতে। তাই এতো কষ্ট। -মাহবুব

***

রূপু : কত দূরে যাবে? যেখানেই যাও, যত দূরেই যাও- জেনে রেখো আমিও আছি তোমার সঙ্গে। সঙ্গে। তুমি হাঁটছ এখনও আমার হাত ধরে শয়নে স্বপনে জাগরণে। -মাহবুব